একটি জাতির টিকে থাকা, পূনর্গঠন ও উন্নয়নের ধারক গণপূর্ত অধিদপ্তর

গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির উদ্যোগে ১৮৫৪ সালে সামরিক বোর্ড বিলুপ্ত করে একটি পৃথক বেসামরিক বিভাগ হিসেবে 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগটি মূলত তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল: সাধারণ পূর্ত বা জেনারেল ওয়ার্কস, সেচ বা ইরিগেশন এবং রেলপথ।

নিজস্ব প্রতিবেদক: গণপূর্ত অধিদপ্তর বা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি) বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারি ভবন, স্থাপনা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালনকারী এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সুদূরপ্রসারী, যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় দুই শতাব্দীর এই যাত্রাপথে পিডব্লিউডি বিভিন্ন বিবর্তন এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, যা আজকের আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের ভিত্তি স্থাপন করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে সরকারি নির্মাণ কাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ শাসকরা। শুরুর দিকে সামরিক প্রকৌশলীরাই মূলত সামরিক এবং বেসামরিক উভয় ধরনের নির্মাণ কাজ তদারকি করতেন। ১৭৮৬ সালে একটি সামরিক বোর্ড গঠন করা হয়, যার মূল কাজ ছিল দুর্গ নির্মাণ, ব্যারাক তৈরি এবং রাস্তাঘাটের তদারকি করা। তবে সামরিক বোর্ডের কাজের পরিধি এবং দক্ষতা বেসামরিক প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ব্রিটিশ প্রশাসন অনুধাবন করে যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে এবং উপনিবেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বেসামরিক নির্মাণ সংস্থার প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে, তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সামরিক বোর্ড বিলুপ্ত করে একটি পৃথক বেসামরিক বিভাগ হিসেবে 'পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট'

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগটি মূলত তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল: সাধারণ পূর্ত বা জেনারেল ওয়ার্কস, সেচ বা ইরিগেশন এবং রেলপথ। ১৮৫৪ সালে পিডব্লিউডি প্রতিষ্ঠার পরপরই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা, সেখানেও এর কার্যক্রম শুরু হয়। নবগঠিত এই বিভাগটি দ্রুত প্রশাসনিক ভবন, আদালত, জেলখানা, ডাকঘর এবং প্রধান সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেয়। পিডব্লিউডি'র প্রকৌশলীরা এই অঞ্চলে আধুনিক নির্মাণ শৈলী এবং প্রকৌশলগত জ্ঞান প্রবর্তন করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, এবং অন্যান্য জেলা শহরে অসংখ্য ঐতিহাসিক ভবন এই সময়ে পিডব্লিউডি'র তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল, যা আজও স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষত, ঢাকা শহরে ১৮৩০-এর দশকে নির্মিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (তৎকালীন ঢাকা কলেজ ভবন), কার্জন হল (১৯০৪-০৫), এবং পুরনো হাইকোর্ট ভবন (তৎকালীন গভর্নর হাউস) পিডব্লিউডির প্রকৌশলগত দক্ষতার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই ভবনগুলো কেবল নির্মাণ শৈলীর দিক থেকেই উন্নত ছিল না, বরং স্থানীয় জলবায়ু এবং উপকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টও বিভাজিত হয়। পূর্ব বাংলা (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) অঞ্চলে নতুন করে পূর্ত বিভাগ পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব এই নবগঠিত পিডব্লিউডি'র ওপর অর্পিত হয়। এই সময়ে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে নতুন নতুন সরকারি অফিস, বাসস্থান এবং অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের পিডব্লিউডিকে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বরাদ্দ কম ছিল, তথাপি পিডব্লিউডি তার কাজ চালিয়ে যায়। এই সময়ে ঢাকা শহরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার প্রাথমিক কাঠামো (পরবর্তীতে যা লুই আই কানের নকশায় পূর্ণতা পায়), সচিবালয় ভবন, এবং বিভিন্ন আবাসিক এলাকা যেমন ধানমন্ডি, গুলশান ও বেইলী রোড উন্নয়নে পিডব্লিউডি

মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৌশলীরা বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নেও কাজ করেন, যদিও পরবর্তীতে সেচ কাজের জন্য পৃথক ওয়াপদা বা ওয়াটার এ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পিডব্লিউডির অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং অনেকে শহীদ হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে পিডব্লিউডির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পর দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পূর্ত কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'পূর্ত ও নগর উন্নয়ন' নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। গণপূর্ত অধিদপ্তর এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রধান সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করে। এই সময়ে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রশাসনিক ভবন, আদালত, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আশির দশকে পিডব্লিউডি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮৭ সালে পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়' রাখা হয়। এই নতুন কাঠামোতে পিডব্লিউডি'র কাজের পরিধি আরও সুনির্দিষ্ট হয়। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে গণপূর্ত অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রধান প্রধান অবকাঠামোগত উন্নয়নে পিডব্লিউডির অবদান অনস্বীকার্য। এর মধ্যে রয়েছে চিনমৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, জাতীয় রাজস্ব ভবন এবং বিভিন্ন আধুনিক হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ। সময়ের সাথে সাথে গণপূর্ত অধিদপ্তর নতুন নির্মাণ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ধারণাকে গ্রহণ করেছে। ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশবান্ধব বা সবুজ ভবন ধারণাকে পিডব্লিউডি তার নির্মাণ কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় করে পিডব্লিউডি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই অবকাঠামো তৈরিতে বদ্ধপরিকর। গণপূর্ত অধিদপ্তরের ইতিহাস হলো একটি জাতির টিকে থাকা, পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলের সামরিক বোর্ড থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের আধুনিক নির্মাণ সংস্থা পর্যন্ত পিডব্লিউডির এই দীর্ঘ যাত্রা প্রমাণ করে যে, এটি দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। অসংখ্য ঐতিহাসিক এবং আধুনিক স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে পিডব্লিউডি কেবল ইটের পর ইট বসায়নি বরং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে। ভবিষ্যতে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণেও এই ঐতিহ্যবাহী সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে, এমনটাই প্রত্যাশা।

অসংখ্য ঐতিহাসিক এবং আধুনিক স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে পিডব্লিউডি কেবল ইটের পর ইট বসায়নি বরং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

খালেকুজ্জামানের স্বপ্নঃ ‘নিউ বাংলাদেশ, নিউ পিডব্লিউডি’

গণপূর্ত অধিদপ্তরে দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই তিনি এর খোলনলচে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। যার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণপূর্তের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক: গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খালেকুজ্জামান চৌধুরী দীর্ঘদিনের ঘুণেধরা গণপূর্তকে নতুন করে সাজাতে বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে গণপূর্তকে নতুন একটি থিমে চলতে হবে। আর সেটা হলো, নতুন বাংলাদেশ, নতুন পিডব্লিউডি।’ তিনি আবারও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সেই মান্ধাতার আমলের পিডব্লিউডি নয়, একেবারেই নিউ পিডব্লিউডি পাবে বাংলাদেশ।

রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ ‘পূর্ত ভবনে’ নিজ কার্যালয়ে এ প্রতিবেদককে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে গণপূর্ত অধিদপ্তর নিয়ে তার মিশন ও ভিশনগুলো তুলে ধরেন। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি।

খালেকুজ্জামান চৌধুরী বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরে দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই তিনি এর খোলনলচে পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। যার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণপূর্তের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকের কাজের জবাবদিহিতা করতে হবে। প্রত্যেককে তার কাজের কোয়ান্টিফাই করতে হবে। জনবল যারা আছে তারা যদি সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে তারা পুরস্কৃত হবেন। সঠিকভাবে কাজ না করলে তিরস্কৃত হবে। আর যে দুষ্ঠুমী করবে তার দুষ্ঠুমীর সাজা হবে। এটি একটি সাধারণ ঘটনা। আমরা এই সিম্পল ফ্যাক্টকে ইমপ্লিমেন্টের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। তিনি জানান, প্রত্যেক অফিসারকে তাঁর কাজের জবাবদিহিতা করার জন্য প্রকৌশলগতভাবেই আমরা পুরো বাংলাদেশকে হাতের মুঠোয়

গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ দেশের প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকাদারী লাইসেন্স প্রদানের বিদ্যমান প্রক্রিয়া মান সম্পন্ন নয় বলে মনে করেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, এখানে আমাদের যে সিস্টেম আছে যে কাউকে লাইসেন্স দেয়া হয়। এটা পেশাদারিত্বের সাথে দেয়া হয় না। কাউকে লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়াটি একটি প্রসেসের মধ্যে হলে কাজের মান ঠিক থাকতে বাধ্য।

নিয়ে আসতে চাই। কোথায় কী হচ্ছে, কোথার কাজের কোন ফল্টের জন্য কে দায়ী সেটা একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসবো। এটা যতো দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করবো।

গণপূর্ত অধিদপ্তরকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন প্রকৌশলী খালেকুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, আমাদের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের প্রথম শব্দটিই হচ্ছে 'পাবলিক'। অর্থাৎ জনগণের কাজ। গণপূর্ত লিখতে লিখতে হয়তো এর একটি পরিচিতি হয়ে গেছে কিন্তু আসলে হওয়া উচিত 'জনপূর্ত'। অর্থাৎ জনগণের পূর্ত। আমার যে সিস্টেমটা বর্তমানে আছে সেটাকে বেগবান করে এবং ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য পাবলিক ওয়ার্কস বা জনকার্যকে একেবারে গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করে বাস্তবায়ন করতে চাই।

নিজের বিদেশে লেখাপড়া ও কাজের অভিজ্ঞতাকে গণপূর্ত তথা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে চান। তিনি বলেন, আমি ব্যাক্তিগতভাবে বিদেশে পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনার চেয়ে আমার সবচে' বেশি যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা হয়েছে কাজ করার অভিজ্ঞতা। পড়াশোনা করে আপনি এক ধরনের জ্ঞান অর্জন করবেন। কিন্তু কাজ করে আপনি বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এই আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজে কাজে লাগাবো।

তিনি বলেন, একটি দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে যায় এটা আগে বুঝতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়ন প্রক্রিয়া আসলে রেগুলেট করতে প্রথমে এই কাজ করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সবার আগে দরকার। আমাদের যেমন দরকার দক্ষ প্রকৌশলী ছাড়াও দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান, দক্ষ প্ল্যাম্বার, দক্ষ মেশনসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের দক্ষ জনগোষ্ঠী। এরপরেই দরকার সঠিক স্ট্যান্ডার্ড, কোড, রেগুলেশন এ্যান্ড রুলস। এইটা যদি না থাকে তাহলে আপনি রেগুলেট করতে পারবেন না। বাংলাদেশে এটার প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে একটি ন্যাশনাল ডিলিং কোড রয়েছে কিন্তু অনেক বড় ভলিউম বলে কেউ পড়ে না। এটাকে ছোট ছোট করে একটি স্ট্যান্ডার্ড আমাদের তৈরি করতে হবে। এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো তৈরি করে সারাদেশে সার্কুলেট করা থাকলে সেই সিস্টেম অনুযায়ী কাজ হবে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ দেশের প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকাদারী লাইসেন্স প্রদানের বিদ্যমান প্রক্রিয়া মান সম্পন্ন নয় বলে মনে করেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, এখানে আমাদের যে সিস্টেম আছে যে কাউকে লাইসেন্স দেয়া হয়। এটা পেশাদারিত্বের সাথে দেয়া হয় না। কাউকে লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়াটি একটি প্রসেসের মধ্যে হলে কাজের মান ঠিক থাকতে বাধ্য। আমি আমার বিদেশের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের দেশে, আমরা আসলে কোনো কিছুর ভেতরে ডুকিনা।

নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় একজন ব্যাক্তি যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার্স কিংবা ডক্টরেট ডিগ্রীধারীও হয়-আবেদন করলেই সে লাইসেন্স পাবে না। আপনি যতো লেখাপড়া করেন না কেনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনাকে সার্টিফিকেট কোর্স করতে হবে।

নিয়োগ-বদলি পদোন্নতির ক্ষেত্রে তদ্বির তো থাকবেই। একটি প্রতিষ্ঠানের এতোদিনের ট্রেন্ড আমি একদিনে শেষ করতে পারবো না। পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে তো রিপ্লেসমেন্ট হয়, ভালো পোস্টিং-খারাপ পোস্টিংয়ের বিষয় থাকে। ঢাকার মধ্যে কিংবা ঢাকার বাইরে বদলির বিষয় থাকে। অনেক ক্ষেত্রে জেনুইন কারণও থাকে। কারো বাবা-মায়ের সমস্যা কিংবা কারো স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনে কাজ করার বিষয়গুলো আমাদের মানবিকভাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

যেটা কমপ্লিট করলেও আপনি লাইসেন্স পাবেন না। কোর্সটা ডিজাইন করা হয় কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডে। কোর্স শেষে কোনো বিল্ডারের সঙ্গে দুই বছর কাজ করতে হয়। তারপরই আপনি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এরপর আরেকটি প্রসিডিউর রয়েছে, সেটা হলো যে, নাম্বার অব জব। অর্থাৎ একটি অর্থবছরে আপনার নতুন লাইসেন্সে সর্বোচ্চ কতোটি কাজ করতে পারবেন। এছাড়া একটি বিষয় হচ্ছে নতুন যে কন্ট্রাক্টর একটি ইন্সুরেন্সের আওতায় কতোটুকু কাজ করতে পারবেন। এমন একটা কন্ট্রোল আমাদেরও থাকতে হবে। নইলে সবকিছু আবোল-তাবোল হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের প্রচলিত কনস্ট্রাকশন মেথডলজি যুগোপযোগী নয় বলে মনে করেন গণপূর্তের প্রধান প্রকৌশলী তিনি বলেন, আমাদের কনস্ট্রাকশন মেথডলজি অনেক পুরোনো। আমাদের কনস্ট্রাকশন মেথডলজি পরিবর্তন করতে হবে। এখন যেভাবে সবাই অনসাইডে বসে মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করছে, যেভাবে একশ বছর আগে যেভাবে কাজ হতো সেভাবেই হচ্ছে। হয়তো সামান্য কিছু একটু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কাজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মোটামুটি একই ধরনের রয়েছে। প্রসিডিউর বেশি পরিবর্তন হয়নি কিন্তু পৃথিবীতে তো বহুদূরে এগিয়ে গেছে। এই নির্মাণ সেক্টরে এই মুহূর্তে যে, পরিবর্তন আনা দরকার সেটা হলো যে 'পরিবেশগত নিরাপত্তা'র বিষয়টি। এবং এটা আমরা বাস্তবায়ন করবো। ইতিমধ্যে আমরা উদ্যোগও নিয়েছি। তিনি বলেন, বেশিরভাগ কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টে প্রসিডিউর এখন অনসাইড হয়ে থাকে। আমরা এটা 'অফসাইটে' করে দিবো। এটাকে আমরা 'অফসাউট' ম্যানেজমেন্ট করতে চাই। এটাকে প্রিকাস্ট কনক্রিটিং কিংবা প্রিকাস্ট হলো ড্রেনের মতো করতে চাই। সারা পৃথিবীতে অন্য জায়গা থেকে নির্মাণ করে নিয়ে এসে সাইটে বসিয়ে দেয়। এরফলে মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এই কাজটি কোন এক সময়ে আমাদেও করতে হবে। তাহলে এটা আজ নয় কেনো কিংবা পিডব্লিউডি এর নেতৃত্ব দিবে না কেনো? এ ক্ষেত্রে আমি আমার অভিজ্ঞতটাকে কাজে লাগাতে চাই। গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী কেন্দ্রীক বিদ্যমান সিন্ডিকেট কিংবা প্রভাবশালী কোন অফিসারদের নিয়ে নানা সময়ে সিন্ডিকেটের যে অভিযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে খালেকুজ্জামান চৌধুরী বলেন, অতীতে আমাদের তেমন কিছু তো কেলেঙ্কারি রয়েছেই। পিডব্লিউডি তো আর দেশের বাইরের কোন অংশ না। দেশ যেভাবে চলেছে, পিডব্লিউডিও সেভাবে চলেছে। এভাবে

চলতে থাকলে তো দেশই থাকবে না। দেশে একটা পরিবর্তন এসেছে। আমরাও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা একদিনে ভাঙ্গা সম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করছি। ট্রান্সপারেন্টওয়েতে সব কাজ করতে।

তিনি বলেন, নিয়োগ-বদলি পদোন্নতির ক্ষেত্রে তদ্বির তো থাকবেই। একটি প্রতিষ্ঠানের এতোদিনের ট্রেন্ড আমি একদিনে শেষ করতে পারবো না। পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে তো রিপ্লেসমেন্ট হয়, ভালো পোস্টিং-খারাপ পোস্টিংয়ের বিষয় থাকে। ঢাকার মধ্যে কিংবা ঢাকার বাইরে বদলির বিষয় থাকে। অনেক ক্ষেত্রে জেনুইন কারণও থাকে। কারো বাবা-মায়ের সমস্যা কিংবা কারো স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনে কাজ করার বিষয়গুলো আমাদের মানবিকভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু কোন অফিসার এসে বলবেন, ওই অফিসারকে ওখানে বদলি করে দেন আর আমি করে দেব সেদিন চলে গেছে। সকল বদলি-পদোন্নতি হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে কারো সিন্ডিকেট করার সুযোগ নেই। সাম্প্রতিক সময়ে এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বদলি বাণিজ্যের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, কিছু তো কানাঘুষা থাকবেই। তবে তার ভিত্তি থাকতে হবে। গণপূর্তে এ যাবত অন্যায় কোনো কিছু হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকগুলো প্রত্যাশী সংস্থা গণপূর্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং তারা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ঘটনাকে সরকারের পলিসিগত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, গণপূর্ত একটি স্পেশালাইজড প্রতিষ্ঠান। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী আমাদের 'এ্যালোকেশন অব বিজনেস' রয়েছে। তারপরেও অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান এই নিয়ম ভেঙ্গে নিজেরাই অনেক ধরনের কাজ করছে। আমাপদের যে স্ট্রেন্থ রয়েছে সেটাকে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাবহার করতে পারলে রাষ্ট্র অনেক উপকৃত হবে। উদহারণ স্বরূপ বলতে পারি ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ। তাদের কাজ হচ্ছে মাছ নিয়ে, তারা যখন ওয়ার্কসের কাজ করতে যায় তখন কিন্তু তাদের মেইন ফোকাস কিন্ত সরে যায়। এর ফলে আমাদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে ওনাদেরও তেমন ক্ষতি হচ্ছে। একইভাবে হেলথের ক্ষেত্রে, এডুকেশনের ক্ষেত্রে এমনকি পুলিশের ক্ষেত্রেও ঘটছে। এটা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের যে দুর্বলতা আছে সেটা কাটিয়ে উঠে যদি ওনাদের এ্যাপ্রোচ করি যে, আসেন আমরা এক সাথে কাজ করি। তাহলে দেশের স্বার্থে তা ভালো হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, তিনটি শিশু পরিবারের কাজ অন্য সংস্থা থেকে বাস্তবায়নের ঘটনাকে তিনি কমিউনিকেশন গ্যাপ হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন, গণপূর্তের মাধ্যমে ডিপিপি ও একনেক হওয়ার পরে কাজগুলো গণপূর্ত করতে না পারা এক ধরনের ব্যর্থতা। আমাদের হয়তো কোন কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল। আমরা হয়তো রাইটওয়েতে কমিউনিকেট করতে পারিনি। তিনি বলেন, আমরা অনেক যোগাযোগ বাড়িয়েছি। প্রধান উপদেষ্টার সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সবখানেই আমি আমার টিম নিয়ে যাচ্ছি। যাদের সঙ্গে বসছি, তারাও কনফিডেন্স পাচ্ছে। আশাকরি, ভবিষ্যতে আর এমন হবে না।

উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত অধিদপ্তরে নিয়মিত প্রধান প্রকৌশলী থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। এতোদিন নিয়মিত প্রধান প্রকৌশলী না থাকায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমি নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে সর্বোচ্চ কাজ করে যাবো।

তিনি অনুযোগের সুরে বলেন, মিডিয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরকে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সত্য মিথ্যে মিলিয়ে উপস্থাপন করে থাকে। একটি ডিপার্টমেন্টকে জনসাধারণের সামনে প্রপার ওয়েতে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভুমিকা অসীম। গণপূর্তের হারানো গৌরব ফিরে আনতে তিনি মিডিয়ার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমরা যদি ভুল করে থাকি তাহলে সতর্ক করুন। আমাদের সংশোধন করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এরপরেও সংশোধন না হলে তখন আপনারা লিখুন। তিনি বস্তুনিষ্ঠ ও ফ্যাক্টবেইজ রিপোর্টিংয়ের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।